

# ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ଜাতୀୟ ପକ୍ଷୀ ଦିବସେ

# ସାଦର ଆମନ୍ତ୍ରଣ

ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଉନ୍ମୟନୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟାରିଂ  
ପୁରୀବାଗାନ, ବାଙ୍କୁଡ଼ା



କଲେଜର ସରୋବରେ ପ୍ରତି ବହରର ମତ ଏବାରେଓ  
ଶତସହସ୍ର ଯୋଜନ ପେରିସେ ହାଜାର ହାଜାର ପାଖୀ ଏସେଛି ।  
ସମ୍ପର୍କିବାରେ ଦେଖୁନ ଏହି ଶୀତେର ଅତିଥିଦେର ।

ସମୟ :- ସକାଳ ୧୦ଟା - ବିକାଳ ୫ଟା

|| ସକଳେର ସାଦର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ||

## ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକେର ପର କି ପଢ଼ବ ?

ଶଶୀକାନ୍ତ ଦାସ

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକେର ପର କି ପଢ଼ବ, କେନ ପଢ଼ବ ଏକଦାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେହାବାର ସଂପ୍ରିକ ସମ୍ଭବ ।  
କୃତୀକ୍ଷା ହେକ, ଚେକାଂଶୀ କେର ହେକ, ଆବନୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେ, ଏହି ତିକ୍ତା ଏକଦାଏ ସଂପ୍ରିକ ନା, ଏକଦାଏ ନିବନ୍ଧ ନିକେ  
ହାବେ ।

ଏକଦାଏ ବିକିର କାହିନେ ପଢ଼ବର ଜନ୍ମ ଅନୁକ୍ରମେନେ କରକାକ ହାବେ । କେବ ନିକେର ଆବେଦନାକ ନା  
କେକେ ଆବେଦନୀ ହାବେକାକ କର ନିକେ ହାବେ ।

ଆନୁକ୍ରମିକ ହାବେର ଜନ୍ମ ନିକେ ପାଠକାକର ଅନୁକ୍ରମ ହାବେ କେବେ ନିନ ହାବେକେ । କଳା ବିକାଶେର ହାବେ  
ହାବେକେର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକ କାହିନେ ହାବେକାକ ହାବେ, ହାବେକେର ହାବେକାକେନେକି ହାବେକେ । ହାବେକେର ହାବେକାକେନେକି  
ହାବେକେ ଏ ବିକାଶେ ନିକେର ହାବେକାକେ ନାକେ ହାବେକାକେ କରକେ ହାବେ ।

ବିକାଶେ ବିକାଶେର ହାବେ-ହାବେକେର ଜନ୍ମ ଆବେକେ ପଢ଼ିକାକର ଜନ୍ମ-ବିକାଶେ କରକେ ୧୨ କେ ଆବେଦନୀ ପଢ଼ିକାକ  
ହାବେକେ । ହାବେକେ ହାବେ-ହାବେକେ J.E.E. ପଢ଼ିକାକର ଜନ୍ମ ୧୨ ହାବେକେର ହାବେ ଆବେଦନା କରକେ ହାବେ । ହାବେ,  
ଈଞ୍ଜିନିୟାରିକ, କେକିକେକେ, କାକି ହାବେ ଈଞ୍ଜିନିୟାରିକ, ସାହାବେ କାହିନେ E.T.E କେ କାକି ହାବେ ଈଞ୍ଜିନିୟାରିକ  
J.E.E କେ ଆବେଦନା କରକେ ହାବେକେ ହାବେ ।

କାକେକେର ନିକେର ହାବେକାକେ ପଢ଼ିକାକ କେକେକେ କାକି ହାବେ ନା ପାଠକାକର ଜନ୍ମ J.E.E କେ ନିକେକେ କରକେ  
ଈଞ୍ଜିନିୟାରିକ, କେକିକେକେ, କାକିକେକେକାକେ ଈଞ୍ଜିନିୟାରିକ କେକେକେ ପାଠକାକ ।

କାକେ କାକେ କେକିକେକେ ଏକ ଜନ୍ମ ଅନୁକ୍ରମେନେ କରକେକେ ଆବେକେର ଆବେକେର ଈଞ୍ଜିନିୟାରିକ ଏକ ଜନ୍ମ  
ପଢ଼ିକାକେ ନିକେକେ କରକେ ହାବେ । କେକେକେ କାକେକେ କାକେକେକେ କେକିକେକେ କାକି ହାବେ ନା ପାଠକାକେ E.T.E  
ଏକ କାକି ହାବେ କାକେକେ କାକେକେ । କେ କେକେ ବିକାଶେ ଜନ୍ମକାକେ କେକେ E.T.E ଏକ କାକେ କାକେକେର ଜନ୍ମ  
ଆବେକେ ହାବେ ।

ଈଞ୍ଜିନିୟାରିକ ପାଠ କରକେ କାକେକେକେକେର ନିକେକେ, କେ କେକେ କାକିକେକେର କେକେ କେକେ । ଈଞ୍ଜିନିୟାରିକ  
କାକେକେ କାକେ ଏକଦା ନିକେକେ କାକିକେ କାକିକେ କେକେ କାକେ ।

ଏକଦା ଈଞ୍ଜିନିୟାରିକ ଈଞ୍ଜିନିୟାରିକ କାକେକେକେର ହାବେ-ହାବେକେର କାକି କାକେକେ ହାବେ ନା, କେକେ ଆବେକେ କରକେ  
କାକିକେକେ କାକେକେ ହାବେ ନା, କାକେ କାକେକେ କେକେକେ କାକା ହାବେ । କେକାକି, କାକିକେ ହାବେ କାକିକେକେର ଜନ୍ମ  
ଆବେକେକେକେକେ ହାବେକେ ।

ଏକଦା କେକେ ବିକିର କାକେକେ ନିକେକେ କାକେକେକେ କେକେ କାକେକେ ନା । ଏକଦାଏ କାକିକେ ନିକେକେ ନିକେ ହାବେ  
କାକିକେର କାକିକେକେକେ କାକେକେର ଜନ୍ମ । କାକିକେ ନିକେକେକେର ଆବେକେ ଆବେକେ କାକେ କାକିକେ କାକିକେ  
କାକେକେକେ କେକେକେ ।

କାକେକେ-କାକିକେ ନାକେ କାକିକେକେକେକେକେର ଜନ୍ମ ନାକେ ଆବେକେକେ କାକେ ନିକେକେ ନିକେ ହାବେ ।

କେକେକେ-କାକିକେକେ ଈଞ୍ଜିନିୟାରିକ ଅଫ୍ ଈଞ୍ଜିନିୟାରିକ, କାକେକେକେ କେକେକେକେ  
କେକେକେକେକେ - ୨୦୧୭-୧୮-୧୯-୨୦-୨୧

Sambad pratidin @17.01.2018



# পরিযায়ী পাখি দেখতে বাঁকুড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এখন ভিড় জমাচ্ছে কচিকাঁচারীও

সম্মুখীন চ্যাটার্জি □ বাঁকুড়া  
১৪ই জানুয়ারি - না, শখ  
দিনকে কোনও ভুল হয়নি। জঙ্গল,  
নদী, শাহাজ ও হাজারেরে ঘাইল সমুদ্র  
পেরিয়ে পরিযায়ী পাখির দল নৌছে  
গেছে তাদের মনস্কমি ঠিকানা বাঁকুড়া  
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। বাঁকুড়া শহরের  
উপকণ্ঠে পোয়াবাগানে বাঁকুড়া উন্নয়নী  
ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের  
পুকুরে এখন সাহস্রাধিক পরিযায়ী পাখি  
বাসা বেঁচেছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের সেবার  
জন্য বার্তা এই জানুয়ারি শরীদি মিবসের  
দিন কলেজের গেট খুলে লেন।  
একদিনে পাখি দেখার আস মেটেনি।  
স্বামীয় ও বাঁকুড়া শহরের মানুষের  
আগাছ দেখে রাত্তি হাতিমিনই কলেজের  
গেট খোলা হাকলে। মানুষ আসলে,  
পাখিও দেখলেন। তবে পাখির মলকে  
বিকল করেননি কেউ। পাখির মলের  
ডানা মেলে উড়ে বাওয়ার মূশা দেখে  
উদ্ভূসিত হয়েছেন তাঁরা। বিশেষ করে  
কচিকাঁচারীদের আনন্দ আর ধরে না।  
বড়রা হাততালি দিতে বাস করছেন।  
তবে কচিকাঁচারি দিতে বাস করছেন। সব  
মিলনিল হাতি চকলে। পাখিদের ডানার  
আলতানি আর একসঙ্গে নানা বর্ণের  
পাখির ডাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের  
পরিবেশটাই আলগা মারা পেয়েছে।

মত ১০ বছর মরে এই পরিযায়ী  
পাখিরা বাঁকুড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের  
অতিথি হয়ে আসলে। প্রতিবছরই তারা  
সংখ্যায় বাড়ে। মূলত সাইবেরিয়া সঙ্ক  
উত্তর গেরল্যান্ডের নানা জায়গা থেকে  
নভেম্বর মাসের শেষ দিকে আসে এই  
পাখিরা। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত থাকে।  
এলাকার মানুষের রক্তমা, বাঁকুড়ার



বাঁকুড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পুকুরের আকাশজুড়ে পরিযায়ী পাখির দল।

মাসেকাছে এক পাখি আসে না। সব  
উড়েছে, পাখিরা এই জানুয়ারিকেই  
বেছে নিলে কেন। সাধারণভাবে বলা  
মাছ শহরের শেষ প্রান্তে এই গ্রামীণ  
পরিবেশের মধ্যে পোয়াবাগানের  
মিলকতা এখানকার রসমে আকর্ষণ।  
কলেজের পশ্চিম প্রান্তে বিশাল  
আবকারের পুকুর।  
শনিবার পুকুর পাড়ে পড়িয়ে  
কলেজের চেয়ারমানে শশাংক পত  
জানান, আমরা পুকুরটির সংস্কার  
করিনি। কোনও সংস্কার করলে আর  
কোনও পাখি আসবে না। তিনি  
জানান, সীতলাগাছি বিলে অগ্রে মরুর

পাখি আসত। ফিলটি সংস্কার করার  
পরে আর আসে না। পাখির আবারই  
হলো পুকুরে কপানো জলজ উদ্ভিদ।  
পাখিরা এসে কচুরিপানা শেষ করে  
সেখাও যোগে হয় না। পুকুরের আবার  
সেখেই ওরা রমাস কাটিয়ে নেয়। এতে  
আমানের লাভও আছে। কচুরিপানা  
তুলতে যা সবচ হতো নেটা পাঁচ।  
পুকুরে যে মাছ ছাড়া আছে পাখির  
মলের দিলিতে সেই মাছও বাড়ে।  
কোনও মার দিতে হয় না।  
সবচেয়ে বড় লাওনা, এই কমাশ  
কলেজের পরিবেশই পালাটে যায়।

হ্যেছহাটী, শিক্তনিকিলা মখনই  
সাময়গণ পাখি দেখতে হাতি হন।  
আনন্দে তবে গঠে মন। এখানে পাখির  
দল বাতা দেখে। তারা উড়েছেও দেখে  
এখানেই। জন্ম, বেড়ে গঠার পরে  
পরিম পড়লে এখন থেকে উড়ে যায়  
পাখিরা। মত ১০ বছর মরে এখানকার  
মানুষের সকালের মুখ বাড়ে পাখির  
কলকলে। সন্ধ্যায় হাজারো পাখি  
শেষ কয়েকবার আকাশে পাক খেতে  
সময়ের জানান দেখে। নিরাপত্তার  
অরসায় ওরা বছরের পর বছর ছুটে  
আসে বাঁকুড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে।  
অতিথি হয়ে।

From Ei samaay @14.1.2018



From Anandabazar patrika @6.1.2018



From Bartaman Patrika @6.1.2018

## কেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব ?

শশাঙ্ক দুত্ত

কেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব? এটি একটি প্রশ্ন যা প্রায়শই জিজ্ঞাসিত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং একটি উচ্চশিক্ষিত পেশা যাতে আপনি একটি উচ্চ বেতন এবং সম্মানজনক জীবনযাত্রা উপভোগ করতে পারবেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুবিধা হলো:

- উচ্চ বেতন: ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পরে আপনি একটি উচ্চ বেতন পেতে পারবেন।
- সম্মানজনক জীবনযাত্রা: ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পরে আপনি একটি সম্মানজনক জীবনযাত্রা উপভোগ করতে পারবেন।
- উচ্চশিক্ষিত পেশা: ইঞ্জিনিয়ারিং একটি উচ্চশিক্ষিত পেশা যাতে আপনি একটি উচ্চ বেতন এবং সম্মানজনক জীবনযাত্রা উপভোগ করতে পারবেন।

**কেন কাম চানবেন, প্রথম পরীক্ষা করতে চান,**  
**কেনের মেসিন কেনার কথা চানবেনো**  
**হাসানুম শিশুর এক বিস্ময়কর ক্রিয়াকর্ম, পুস্তকটি**  
**পুলিশ জেরে মেসিন ও হস্তশিল্প মন্ত্রণালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেনার প্রস্তাব পাওয়া গেল।**  
**এটি হার্ড কুপনের মাধ্যমে কিনে**  
**কেন মেসিন কেনার, হার্ড কপি, পুস্তকটি**  
**☎ 9647261950**

Our respected chairman Mr.Sasanka Dutta's coverage.



# বিদ্যুৎ চালিত টেকিতে বিনামূল্যে পিঠের জন্য চাল ভাঙানোর সুযোগ



বাঁকড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিদ্যুৎ চালিত টেকি। ছবি : মহুসুদন চ্যাটার্জি

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাঁকড়া, ১১ই জানুয়ারি— বিনা পরিশ্রম টেকিঘাটা চালের পিঠে যেতে চান? চলে আসুন বাঁকড়া উন্নয়নী ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। টেকি পিঠে নয়, যে চালের ঝড়ো দিয়ে আপনি পিঠে বানাবেন সেটা পেয়ে যাবেন এখানে। যত ইচ্ছা চাল নিয়ে এখানে ভাঙানো যাবে। বৃহস্পতিবার কলেজের স্বেচ্ছাসেবক দল এই সত্তর জানান। তিনি বলেন, সামনের শুনিবার মকর সংক্রান্তি। বাংলার পিঠে পার্ক। মানুষ এখন টেকিঘাটা চালের পিঠের আশই জুড়ে গেছেন। আমলা ঠিক করেছি অল্প ও শুনিবার কলেজের মন্ত্রণালয় টেকিতে তিনি চাল নিয়ে আসবেন তিনিই ঝড়ো করে নিয়ে যেতে পারবেন। এর জন্য কোনও পরিশ্রম লাগবে না। কাঠের টেকির চেয়ে এর পরিষ্কারও কম। অনেকটা চাল ভাঙা যাবে। স্বাস্থ্য ও কাঠের টেকিতে ভাঙানো চালের মতো।

অসমত, গত দুবছরে আগেই বাঁকড়ার এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যন্ত্রচালিত টেকির আবিষ্কার করেন। পেটেন্টের জন্য ও আবেদন করা হয়েছে বঙ্গো শপাংক মকর জানান। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই বাস থেকে এই টেকির মাধ্যমে চাল তৈরি হয়েছে। এই টেকি কালিসের সমন্বয় সমিতিতেও কসানো হয়েছে। বর্তমানে এর নাম পড়ছে এক একটা ৪৮-তাকার টাকা। টেকিঘাটা চালের চাহিদা ব্যাপক। এই টেকিতে খুঁটি চালো যে পাংশিটি থেকে যাব তা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। মানুষও তা বুঝেছেন। চাহিদা বাড়ছে বৈদ্যুতিক টেকির। তিনি জানান কলেজের মধ্যে যারা জুলাইটি রয়েছে তাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ১১টি বিকল্পের অনুমতি মিলেছে। কুর শীঘ্রই প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হবে। এতে বহু যুবকের কাজ মিলবে।

সবকারি দামে ধান কেনার | জীবনাবসান

## কুই স্কুলে

নিজস্ব সংবাদদাতা জানুয়ারি— বিদ্যালয় উদ্যোগে বিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ে কুই বৃত্ততা প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতার প্রথম ছয় তাদের বি প্রতিযোগিতা। টাম আনানিক বানিকা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়াশীঠ, ডুরকু অ বেনবুর্জি উক্ত বিদ্যালয় আনানিক বানিকা

## রঘুনা খুব

নিজস্ব সংবাদদাতা ১১ই জানুয়ারি— কে নিয়ে গোটা হাসপাতাল জুড়ুট। খটনাঙ্কল পুণ্ডার পেশাশালিটি খটনার ষীঠবনতায়। প্রত্যক্ষনশীতা। কুহল হাসপাতালে সেই সত পরিবারের সনশার্যও আছে। খটনিয়া সল একই খটনা ঘটেছি পরেও যে স্বাস্থ্য নড়েনি তাঁর প্রমা পুণ্ডার পেশাশালিটি খটনা। জেলাশাসক রায় বলেছেন, খটন পেরেই তিনি স্বাস্থ্য প্রশাসনের কাছে জানতে চেয়েছেন।